

১

সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি প্রথম বাংলাদেশ টেলিভিশন কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডের আজকের অনুষ্ঠান যে বিষয়টি নিয়ে আজ দুটো দলের মধ্যে বিতর্ক হবে তা হচ্ছে ক্রীড়া চর্চার চেয়ে সংস্কৃতি চর্চা উত্তম বিষয়ের পক্ষে বলবেন পলাশ থানা সেন্ট্রাল কলেজ পলাশ নরসিংদী বিষয়ের বিপক্ষে বলবে পাবনা ক্যাডেট কলেজ পাবনা আমরা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আজকের বিতর্কিকদের সাথে পক্ষ দল পলাশ থানা সেন্ট্রাল কলেজের বিতর্কিকরা হলেন পূজা মল্লিক

এস এম মাহবুব রহমান

ও তাদের দলনেতা সাদিয়া আফরিন

বিপক্ষ দল পাবনা ক্যাডেট কলেজ পাবনা এর বিতর্কিকরা হলেন ক্যাডেট রাফি ক্যাডেট রাফি এবং তাদের দলনেতা ক্যাডেট আকিব এবারে আমরা পরিচিত হব আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিজ্ঞ বিচারক প্যানেলের সাথে

মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ প্রাক্তন বিতর্কিক বিতর্ক সংগঠক ও প্রশিক্ষক

অধ্যাপক ডক্টর লাকিফা জামাল চেয়ারপার্সন রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক মডারেটর রোকেয়া হল ডিবেটিং ক্লাব ডঃ মোহাম্মদ জামির হোসেন সহযোগী অধ্যাপক রসায়ন বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানিত বিচারক বৃন্দ যেসব বিষয়ের উপর বিতর্কিকদের নম্বর প্রদান করবেন তা হলো উপস্থাপনা পাঁচ ভাষার ব্যবহার ও উচ্চারণ পাঁচ তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন আদর্শ যুক্তির প্রয়োগ ও খন্ডন পাঁচ প্রিয় দর্শক সবশেষে আমরা পরিচিত হব আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতির সাথে যিনি সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন এবং বিতর্কের ফলাফল প্রদান করবেন আমাদের মাঝে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মেরিনা জাহান সাবেক অধ্যক্ষ বেগম বদরুল্লাহ সারকারি মহিলা কলেজ

এবারে সম্মানিত সভাপতিকে মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি বিতর্ক অনুষ্ঠানটি শুরুর পূর্বেই আসুন সংক্ষেপে আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতার নিয়ম গুলো জেনে নেই

প্রত্যেক বিতর্কিক তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য মোট পাঁচ মিনিট সময় পাবেন এক্ষেত্রে চতুর্থ মিনিটের সতর্কতা সংকেত এবং পঞ্চম মিনিটে চূড়ান্ত সংকেত দেওয়া হবে

এছাড়া প্রত্যেক দল থেকে দলনেতা যুক্তি খণ্ডনের জন্য অতিরিক্ত দুই মিনিট সময় পাবে এ ক্ষেত্রে দেড় মিনিটের সতর্কতা সংকেত এবং দ্বিতীয় মিনিটে চূড়ান্ত সংকেত দেয়া হবে

আমি এবারে আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতিকে বিতর্ক অনুষ্ঠান টি শুরু করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি সম্মানিত সভাপতি

২

বাংলাদেশ টেলিভিশন কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আজ সম্মানিত বিচারকমণ্ডলী স্নেহভাজন শিক্ষার্থী বৃন্দ উপস্থিত সুধীমন্ডলী সবার প্রতি অশেষ শুভকামনা প্রীতি ও শুভেচ্ছা আজকের বিতর্কের বিষয় ক্রীড়া চর্চার চেয়ে সংস্কৃতি চর্চা উত্তম এই বিষয়টির পক্ষে আজকে অংশ নেবে পলাশ থানা সেন্ট্রাল কলেজ নরসিংদী এবং বিপক্ষে

কথা বলবে পাবনা ক্যাডেট কলেজ পাবনা

আমি প্রথমেই

পলাশ থানা সেন্ট্রাল কলেজ নরসিংদীর পূজা মল্লিক কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তার বক্তব্য রাখার জন্য

৩

প্রষ্টা ভবে দিয়াছেন যাহা হয় সবই হলো প্রকৃতি মানুষ আসে জানিয়া নিলো গড়ি ততটুকু সংস্কৃতি আজকের এই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় উপস্থিত মাননীয় সভাপতি বিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী এবং প্রতিপক্ষের বন্ধুদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি আমি আপনার অনুমতি ক্রমে আজকে বিতর্ক সভায় যে বিষয়টি প্রস্তাবন করতে যাচ্ছি তা হচ্ছে ক্রীড়া চর্চার চেয়ে সংস্কৃতি চর্চাই উত্তম অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে আমি এর পক্ষে অবস্থান করছি মাননীয় সভাপতি মাননীয় সভাপতি প্রতিটি বক্তব্য উত্থাপনের সাথে সাথে প্রস্তাবটি সংজ্ঞায়নের দাবি রাখে তাই সরাসরি চলে যাচ্ছি সংজ্ঞায়নে। সংজ্ঞায়নের যে তিনটি বিষয় দরকার তা হলো ক্রীড়া চর্চা সংস্কৃতি তাই প্রথমে আসি ক্রীড়া কি ক্রীড়া বলতে বিভিন্ন খেলাধুলা কি বুঝায় আর চর্চা হচ্ছে এর অনুশীলন আর সর্বশেষে যে মূল্যবান বিষয় অর্থাৎ সংস্কৃতি সংস্কৃতি হচ্ছে জাতির চিত্ত প্রকর্ষের ব্যঞ্জন প্রকাশের সম্মিলিত যোগফল জাতির

যুগ-যুগান্তরে স্বপ্ন সাধনা সমগ্র জাতির চিন্তা ধারা ভাবধারা কর্মধারার গৌরবময় প্রতিচ্ছবি হলো তার সংস্কৃতি বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড টেলর এর মতে সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস আচার-আচরণ জ্ঞানের একটি সম্মিলিত প্যাটার্ন যে জাতি জীবিত আছে সে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করে চলেছে এটিও কিন্তু জীবন্ত সংস্কৃতির একটি বহমান ধারা মাননীয় সভাপতি বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন কালচার ইজ

হোয়াট উই আর অর হ্যান্ড আই অর্থাৎ আমরা অথবা আমাদের যা কিছু আছে তাই আমাদের সংস্কৃতি মাননীয় সভাপতি দলের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে কিভাবে এবং কোন প্রেক্ষাপটে ক্রিয়া চর্চা যে সংস্কৃতি চর্চায় উত্তম সে বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করছি মাননীয় সভাপতি সংস্কৃতি চর্চার পরিধি এতটাই দীর্ঘ এবং প্রশস্ত যে তা ব্যাখ্যা প্রদান করে শেষ করার মতো নয় তাও আমি এর গুরুত্বারোপ করে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই মানুষের কথায় বার্তায় এক দুই চলনে-বলনে তিন পোশাক-পরিচ্ছদে চার আমোদ-প্রমোদে পাঁচ এমনকি প্রতিপক্ষের বন্ধুরা যে বিষয়ের পক্ষে অবস্থান করছেন হ্যাঁ মাননীয় সভাপতি আমি এখানে ক্রীড়া চর্চা কথাই বলছি ক্রীড়া চর্চাও সংস্কৃতির

একটি বিশাল অংশ জায়গা দখল করে নিয়েছে মাননীয় সভাপতি সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা যদি আরো জানতে চাই জন্মের পর আমরা কিন্তু একটু জঙ্ক হয়ে জন্মাই আর এই সমাজ ও সংস্কৃতি আমাদের মানুষ পরিণত করে কোন ক্রীড়া চর্চা নয় পরিণত করে সামাজিক জিবি মাননীয় সভাপতি আমরা যদি আমাদের বাংলার সংস্কৃতি কথাই চিন্তা করি তাহলে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হল আমাদের মায়ের ভাষা আমাদের মাতৃভাষা সেই উনিশশো বায়ান্নো সালে ভাষা আন্দোলন আর সেই দৃশ্য অবলম্বনে একুশে ফেব্রুয়ারি ইউনেস্কো সমগ্র বিশ্বে আজ পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে যাকিনা বাংলার সংস্কৃতির অংশ ও কৃতিত্ব কথায় আছে মাছে-ভাতে বাঙালি' এই মাছ আর ভাত ব্যতীত আমরা অচল হয়ে দাঁড়ায় আশা করি এখানে উপস্থিত বিপক্ষ দলের বন্ধুদের অনেকেই সকালে নাস্তা ভাত আহার করেছেন কিংবা যখন এখান থেকে বাসায় যাবেন তখন ক্ষুধার তাড়নায় ভাতেরই সন্ধান করবেন কোন চাইনিজ কিংবা বার্গার নয় সত্যিকার অর্থেই ভাত আর মাছ হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতির অমৃত অংশ যদিও পোশাকের কথা দৃষ্টিগোচর করা যায় তাহলে মেয়েদের পোশাকে আসে সালোয়ার-কমিজ শাড়ি ছেলেদের ক্ষেত্রে দাঁড়ায়

লুপ্তি পায়জামা পাঞ্জাবি শার্ট প্যান্ট ইত্যাদি অর্থাৎ বিপক্ষ দলের বন্ধুরা যে পোশাকটা পরিধান করেছেন তাও কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতির অংশ কোনো ব্রিটিশ নরনারীদের বা ক্রিয়া চর্চার অংশ নয় যদি সংস্কৃতি চর্চার চেয়ে ক্রিয়া চর্চা এতটাই উত্তম হয় তাহলে কথাবার্তা চালচলন পোশাক-পরিচ্ছদ খাওয়া-দাওয়া সব আসমানের উপর দিয়ে রেখে দিয়ে শুধু ক্রিয়া চর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকা সম্ভব কিনা প্রশ্ন রইলো প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুদের কাছে আশা করি উত্তর দিয়ে যাবেন ক্রিয়া আপনারা খেলার আগে যে মূল্যবান বিষয় জাতীয় সংগীত তাও কিন্তু এটিও সংস্কৃতির অংশ আপনারা একটি উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করে দিতে চাই ধরুন একজন লোক অসুস্থ হয়েছে বলে তাকে বিনোদনের জন্য কক্সবাজার পাঠানো হবে যা কিন্তু সংস্কৃতির অংশ আপনারা কথায় চিন্তা করে তাকে যদি কক্সবাজার না পাঠিয়ে খেলার ময়দানে ক্রিয়া চর্চা জন্য পাঠানো হয় তাহলে আমার মনে হয় শেষ রক্ষা টুকু হলো না তাই আমার প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুদের কাছে আমার অনুরোধ রইলো যে আপনারা এমন হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন না সংস্কৃতি চর্চার বিভিন্ন দিকের মধ্যে তুণার চর্চা একটি উপাদান হতে পারে কেবল মাত্র তাই বলে এটি সর্বসর্বা নয় হয়তো প্রতিপক্ষের বন্ধুরা বলবেন চিত্ত

বিনোদনের জন্য ক্রীড়ার গুরুত্ব অপরিসীম তাই আগে থেকে বলে রাখতে চাই চিত্তবিনোদন যে সবসময় ক্রিয়া চিত্তবিনোদন করবে ক্রীড়া তানয় কিছু কিছু সময়ে নৃশংস বা নির্মমতার প্রকাশ করবে সেক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলতে চাই প্রাচীন রোমের গ্লেডিয়েটার ফাইট নামে একটা খেলার প্রচলন ছিল যেখানে দুইজন যুদ্ধার রিং এর ভেতর নিজেদের শক্তির প্রমাণ দিতে গিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব নিশ্চিত করত আর এ অস্তিত্ব নিশ্চিতের খেলায় দুইজন থেকে একজন মৃত আবশ্যিক ছিল এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই চিত্তবিনোদনের প্রকাশ ঘটতো না মাননীয় সভাপতি এর মাধ্যমে নৃশংসতা নির্মমতা জাতিকে ধ্বংসের পথে অগ্রগামী করত তারা যদি নিজেদের নৃশংস নির্মম ক্রীড়া মত না করে নিজেদের সংস্কৃতি চর্চা উদ্ভূত হতো তাহলে আমার মনে হয় সংস্কৃতি হতো আরো সমৃদ্ধ টিকে থাকত তাদের সভ্যতা মাননীয় সভাপতি আমার প্রতিপক্ষ বন্ধুরা আরো বলতে পারেন যে যুব সমাজকে সঠিক পথে আনতে ক্রীড়া চর্চার গুরুত্ব ভূমিকা পালন করে এর পুরোপুরি বিপক্ষে গিয়ে আমি অনেক বছর আগের একটি ঘটনা টানতে চাই বিদেশে ফুটবল খেলোয়ার ম্যারাদোনা অতিরিক্ত নেশা করার কারণে তাকে কিন্তু খেলা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল কই এখানে তো ক্রীড়া কোনো গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করলো না মাননীয় সভাপতি তিনি গত দশই জুলাই রোজ বুধবার বেলা দুইটা নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার জিনারদী ইউনিয়নের ডিজিটাল সেন্টারটি পরিদর্শন করেছেন এই ডিজিটাল সেন্টারও কিন্তু সংস্কৃতির অংশ কোথায় ক্রীড়া চর্চা দেখার জন্য আগ্রহ প্রদর্শনকারী কেউ তো এলো না মাননীয় সভাপতি উনিশশো একাত্তর সালের সেই যুদ্ধে মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি গানটির মাধ্যমে সকলকে যুদ্ধের আহ্বান জানানো হয়েছিল যুদ্ধ করে শেষে জয় বাংলা বাংলার জয় বলে বাঙালির বিজয় লাভ করেছিল আর এই গান কিন্তু সংস্কৃতিরই অংশ কোনো ক্রীড়া চর্চার অংশ নয় মাননীয় সভাপতি

মাননীয় সভাপতি একটি দেশের ভবিষ্যৎ হলো সেই দেশের তরুণ সমাজ তথাকথিত যুবসমাজ আর এই তরুণ সমাজেরা সুস্থ সংস্কৃতির অভাবে আজ তারা বিপদে যাচ্ছে তাদেরকে সুপথে ফিরিয়ে আনতে হলে একমাত্র দরকার সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা এর উদাহরণ হল বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর শিশু একাডেমী এতে করে তরুণ সমাজেরা

বিনোদন পেয়ে থাকে বিপথে ধাবিত হয় না ক্রীড়া চর্চার ভূত তাই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায়ই হোক আগামী প্রজন্মের অহংকার তো আমার প্রতিপক্ষের বন্ধুরা আসুন আমাদের সাথে

বলুন সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা করি সুন্দর সুশৃংখল দেশ গড়ি সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা করবোই আমরা সমৃদ্ধ আগামীর বাংলাদেশ গড়বোই ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ সবাইকে

২

পাবনা ক্যাডেট কলেজের ক্যাডেট রাব্বিকে আমি এখন বিপক্ষে তার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি

৪

ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি মাননীয় সভাপতি বিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী বিতর্কিক বন্ধুরা এবং উপস্থিত সূধী সবাইকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি বিতর্ক চলছে বিষয় ক্রিয়া চর্চার চেয়ে সংস্কৃতি চর্চা উত্তম আর এখানে সংস্কৃতি চর্চা বলতে কিন্তু অপসংস্কৃতি সুসংস্কৃতি কুসংস্কৃতির পুরো ব্যাপারটিকে বুঝানো হয়েছে আর অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত কারণে আলোচ্য প্রস্তাবনার বিপক্ষে আমারও আমার দলের সুদূর অবস্থান পক্ষে প্রথম বক্তা খুব সুন্দর করে সংস্কৃতি নিয়ে শুনিয়ে গেলেন তার সাংস্কৃতিক বক্তব্য যেখানে খেলাধুলা বা ক্রীড়াচর্চার ছিলো খুব কমই বহিঃপ্রকাশ অনেকটা একচোখা বক্তব্যের মতো তিনি তার বিরাট পাতাকে ভাজ করে যেন গুম করে দিয়েছেন দেখানো হচ্ছে শুধুমাত্র সংস্কৃতি সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতিকে বিপক্ষে প্রথম বক্তা হিসেবে তাই আমি আজ আপনাদের সংস্কৃতির চর্চা এবং

ক্রীড়া চর্চা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়ার চেষ্টা করব আমার দলের দ্বিতীয় বক্তা নানা রকম তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে সেগুলো আপনাদের সামনে প্রতিষ্ঠা করে তুলবে এবং তৃতীয় শেষ বক্তা এসে প্রমাণ করে দিয়ে যাবে যে ক্রীড়া চর্চার চেয়ে সংস্কৃতির চর্চা উত্তম নয় বরং সংস্কৃতি চর্চা এবং ক্রীড়া চর্চা দুটোই সমান গুরুত্বের অধিকারী মাননীয় সভাপতি সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি কোন স্থানের মানুষের আচার-আচরণ জীবিকার উপায় সামাজিক উৎসব ধর্মীয় রীতিনীতি শিক্ষাদীক্ষা সঙ্গীত সাহিত্য নৃত্য পোশাক আচার ইত্যাদির যে প্রকাশ যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয় আর ক্রীড়া চর্চা বলতে বোঝানো হয় শারীরিক ও মানসিক কসরত সমৃদ্ধ প্রতিযোগিতা মনোভাবসম্পন্ন বিনোদনের জন্য আয়োজিত দুটি দলের মাঝে আয়োজিত কোনো অনুষ্ঠানকে এখানে কিন্তু সে গ্লাডিয়েটের পূর্ব খেলা কিন্তু কখনো বিনোদনের জন্য না বরং সেটি ছিল মারামারি এবং এক ধরনের কুৎসিত বিনোদনের জন্য তাই সেটি কিন্তু কখনো আমাদের ক্রীড়া চর্চা সংজ্ঞার মধ্যে তা পড়ে না কিন্তু আবার বিজ্ঞ প্রতিপক্ষের সেই আমরা যা করি তাই সংস্কৃতি সংজ্ঞাটি কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খাটলেও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তা খাটে না বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ তর্কের খাতিরে প্রশ্ন ছুড়ে গেলেন ঠিকই কিন্তু বুঝতে পারলেন না সংস্কৃতির চর্চা এবং ক্রীড়ার চর্চার মধ্যকার পার্থক্য

এই যেমন আমরা মাছে ভাতে বাঙালি ইংরেজরা কিন্তু ঠিক সেরকম রেড বাটার জেলি কিন্তু তাই বলে ক্রিকেট খেলার মাঠে মরগান বল হাঁকালে সেটি ছক্কা আর আমাদের সাকিব হাঁকালে সেটি ফক্কা এমনটি কিন্তু নয় অর্থাৎ যেখানে সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতি চর্চার দেশকাল ভেদে পরিবর্তনশীল ক্রীড়াচর্চা বা ক্রীড়ার নিয়মকানুন গুলোকিন্তু বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ সার্বজনীন মাননীয় সভাপতি বাংলাদেশের মতো একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি পূর্ণ জাতির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশের বস্তির শিশুরা কিন্তু চাইলেই কবিতা আবৃত্তির নাচ-গান এরকম কোনো চর্চা করতে পারে না কিন্তু চাইলেই তারা কাপড় পেচিয়ে বল বানিয়ে ফুটবল কিংবা কাঠ দিয়ে ক্রিকেটের ব্যাট বানিয়ে সে ক্রিকেট চর্চা কিন্তু ঠিকই করতে পারে বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ সংস্কৃতি যখন একটা দেশের মানুষের আচার-আচরণ এবং মানসিকতার পরিচায়ক তখন কেমন সংস্কৃতির চর্চা আমরা করছি যেখানে মাদকাসক্ত মেয়ে মাদকের জন্য খুন করে তার মা ও বাবাকে যেখানে মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থার স্লোগানই হচ্ছে খেলাধুলায় বাড়বে বল মাদক ছেড়ে খেলতে চল কই বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ কখনো তো সেখানে কবিতা আবৃত্তি কিংবা নাচ গানের চর্চার কথা শুনেনি আবার আমাদেরকে তো এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে পাখি ডেস না কিনতে পেরে আল্লাহত্যা করে দেশের তরুণেরা কখনো কি শুনেছেন যে মেসি রোনালদো নেইমার না হতে পেরে আল্লাহত্যা করছে দেশের কিশোর কিশোরীরা বরং সেইরকম অনুপ্রেরণা নিয়ে কিন্তু তারা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ আজ যখন আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি বৈদেশিক সংস্কৃতি এবং অপসংস্কৃতির চাপে তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে তখন তার চর্চাই কিভাবে হচ্ছে এবং সেই চর্চার সাথে ক্রীড়া চর্চার কীভাবে তুলনা করা হচ্ছে তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না মাননীয় সভাপতি ক্রীড়া চর্চার দিকে তাকালে কিন্তু এমনটি দেখতে হবেনা আপনাকে যেখানে সংস্কৃতির ভিন্নতা দুটি দেশের মধ্যে তৈরি করে নিয়ে আসে বৈষম্য সেখানে ক্রীড়া চর্চা কিন্তু দেয় তার সমাধান উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং হাংগেরির মধ্যে চলছিল চরম যুদ্ধাভাবাপন্নতা কিন্তু সে বছরই অলিম্পিকস ওয়াটার পোলো কম্পিটিশন দুটি দেশ কিন্তু ভাত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল কিংবা দুহাজার সতেরো সালের উইন্টার অলিম্পিকসে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী উত্তর-দক্ষিণ কোরিয়ার অ্যাথলেটটা কিন্তু একই পতাকার নিচে মার্চ পাস্টে অংশগ্রহণ করেছিল সুতরাং সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে কিন্তু এমনটি যেটি হয় না সেটা কিন্তু ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে দুটি দেশের ভ্রাতৃত্ব এবং সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ আজ বাংলাদেশের বিশ্বাঙ্গনে সংস্কৃতির চর্চা করে যতটা না খ্যাতি বা অর্জন তার চেয়ে অনেক বেশি অর্জন ক্রীড়া চর্চা বা ক্রীড়াঙ্গনের

মাধ্যমের দু হাজার দশ সালে এসএ গেমসে বাংলাদেশে আঠারোটি গোল্ড মেডেল দুহাজার উনিশ সালের আবুধাবিতে স্পেশাল অলিম্পিকে বাংলাদেশের বাইশ টি গোল

এগারোটি সিলভার এবং ছয় টি ব্রঞ্জ কিন্তু তারই পরিচায়ক এছাড়াও জাতীয় ক্রিকেট দল জাতীয় অনূর্ধ্ব ষোলো মহিলা ফুটবল দল আবদুল্লাহিল বাকী সিদ্দিকুর রহমান না আবু আবদুল্লাহ কিংবা নাজমুন নাহার বিউটি প্রমুখ অ্যাথলেটদের মাধ্যমে তারা কিন্তু দেশের জন্য সাফল্যই বয়ে নিয়ে আসছে না বরং তারা দেশ এবং দেশের সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তুলছে বিশ্ববাসীর সামনে বিস্তৃত প্রতিপক্ষ চোঠা এপ্রিল দুহাজার উনিশ বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুল্লাহা গোল্ডকাপের ফাইনালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে সুস্থ সুন্দর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনের জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি চাই সংস্কৃতির চর্চা এবং ক্রিয়া চর্চা দুটোরই উপর সমান গুরুত্ব আরোপ বিস্তৃত প্রতিপক্ষ আমিও কিন্তু সেটিই বলছি আমার বক্তব্যের কোন জায়গায় আমি বলছি না যে সংস্কৃতি চর্চা গুরুত্বপূর্ণ নয় সেটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় বটে কিন্তু কখনও তা ক্রীড়া চর্চার চেয়ে উপরে নয় সুস্থ সুন্দর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনের জন্য তাই সংস্কৃতি চর্চা এবং ক্রীড়া চর্চা দুটোই সমান গুরুত্বের অধিকারী তই চলুন তর্কের খাতিরে তর্ক না করে এক বাক্যে মেনে নেই যে সংস্কৃতি চর্চা কখনো ক্রীড়াচর্চার চেয়ে উত্তম নয় বরং সুস্থ-সুন্দর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনে সংস্কৃতি চর্চা ও ক্রীড়া চর্চা দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ এই বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি বিচারকমন্ডলী ধন্যবাদ সবাইকে

২

আমি এখন এস এম মাহবুবুর রহমানকে এর পক্ষে বলার জন্য আহবান জানাচ্ছি

৫

কালচার ইজ দ্যা বেস্ট ওয়ে টু ইউর হার্ট অ্যান্ড দ্য বিউটি বিশিষ্টজনের একথাই জানান দেয় সংস্কৃতি হলো আমাদের প্রাণ আজ সেই সংস্কৃতিকে ভুলে আমরা আমরা হয়ে গেছি নিস্প্রাণ এবং ছয় ইঞ্চির বোকাবাক্সের ন্যায় যুগ যুগান্তরের পরিচয় হারিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি তা খুঁজতে খুঁজতে মাননীয় সভাপতি বিস্তৃত বিচারকমন্ডলী প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুগণ এবং আজকে যারা শুনেছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের বিতর্ক বিষয় নির্ধারিত হয়েছে ক্রীড়ার চেয়ে সংস্কৃতি চর্চাই উত্তম পক্ষে বলছি মাননীয় সভাপতি সংস্কৃতি ছাড়া আমাদের অর্থবহ কোন নিজস্ব পরিচয় নেই সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার তাই বলেছিলেন আমরা যা তাই হচ্ছে সংস্কৃতি মাননীয় সভাপতি কোন ব্যক্তির পরিচয় সন্ধানে আমরা অগ্রগামী হই তখনই সংস্কৃতির বিষয়টি ফুটে ওঠে মাননীয় সভাপতি আমি আপনি এবং প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরা যে সমাজ কিংবা রাষ্ট্রে বসবাস করছি তা কিন্তু সংস্কৃতির ঊর্ধ্বে নয় আমাদের সংস্কৃতির বাহক হচ্ছে আমাদের ভাষা বাংলা ভাষা ইন্দো আর্য ভাষা থেকে

এ ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে এ ভাষা বহুমাত্রিকতা দান করেছে বাউল গান পালা গান ভাটিয়ালি গান এবং মুর্শিদি গান এখনো গ্রামীণ সমাজের একাংশের চিত্তের খোরাক আবহমানকাল ধরে পালিত হয়ে আসা পহেলা বৈশাখ নবান্ন অনুষ্ঠানগুলো এখনো আমাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ সংস্কৃতির বিচিত্রতায় মুগ্ধ হয়ে পর্যটক হিউয়েন সাঙ তাই বলেছিলেন এখানকার মানুষ পরিশ্রমী বন্ধুবৎসল এবং সংস্কৃতির প্রতি সংবেদনশীল কিন্তু সংস্কৃতির প্রতি সংবেদনশীল মানুষের সংখ্যা প্রতিনিয়তই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে মাননীয় সভাপতি আজকে আমার প্রতিপক্ষ দলের প্রথম বক্তা এসে বলে গেলেন সংস্কৃতির সঙ্গে অপসংস্কৃতির কথা কিন্তু

মাননীয় সভাপতি আমি

এখানে পরিষ্কার করে দিতে চাই যে আমরা এখানে সংস্কৃতি বলতে সুসংস্কৃতি এবং স্বসংস্কৃতির বিষয়টিকে বোঝাচ্ছি মাননীয় সভাপতি সংস্কৃতি হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ায় আমাদের মধ্যে নতুন যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে তা হচ্ছে জঙ্গিবাদ মাননীয় সভাপতি দুহাজার ষোলো সালের পহেলা জুলাই মাননীয় সভাপতি ঢাকার হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলার জঙ্গি হামলায় নিহত হয়েছিল আটশ জন আহত হয়েছিল পঞ্চাশ জনেরও বেশি মাননীয় সভাপতি এবং এই জঙ্গি হামলার রাতারাতি সমগ্র দেশকে মাননীয় সভাপতি

একটি কাঁপিয়ে তুলেছিল মাননীয় সভাপতি একটু লক্ষ্য করুন আজকের যুব সমাজের দিকে ইন্টারনেট নামক মায়াজাল কিভাবে তাদেরকে কুঁড়ে কুঁড়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে মাননীয় সভাপতি আজ তাদের অবস্থা এইরূপ যেন এক বেলা ভাত না খেলে চলবে কিন্তু ফেসবুকে ছবিতে লাইক না পেলে চলবে না মাননীয় সভাপতি বাংলাদেশে আজকে প্রতি সেকেন্ডে একটি নতুন ফেসবুক একাউন্ট খোলা হয় মাননীয় সভাপতি বোঝাই যাচ্ছে আমাদের তরুণ সমাজকে কিভাবে আজকে অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আকৃষ্ট হয়ে আছে মাননীয় সভাপতি নজরুল ইসলাম এক সময় বলেছিলেন ভোর হলো দোর খোলো খুকুমণি ওঠো রে ঐ ডাকে জুঁই শাখে ফুলখুকি ছোটরে কিন্তু আজকের খুকুমণি ভোরের সূর্য দেখছে না মাননীয় সভাপতি আজকের খুকুমণি বেলা এগারো টায় ঘুম থেকে উঠছে মাননীয় সভাপতি সারারাত মত্ত থাকছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং অনলাইন ভিত্তিক গেমসগুলোতে মাননীয় সভাপতি আজকে যদি জাতীয় কবি তাদের অবস্থা দেখেন

তাহলে হয়তো লিখতেন বেলা গড়িয়ে বিকেল হয়ে যাচ্ছে খুকুমণি ওঠো রে চোখে মুখে পানি দিয়ে নোটিফিকেশন চেক করো রে যুবসমাজ ছেড়ে আজকের সমাজের উচ্চ মঞ্চে তাকালে আমরা একই দৃশ্য দেখতে পাই মাননীয় সভাপতি তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং অবহেলা যা দেশের সামগ্রিক উন্নতিকে আটকে ধরে রাখছে ফলে আমাদের সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন কেবল স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে

মাননীয় সভাপতি

যে বাঙালির উনিশশো একাত্তর এর যুদ্ধ করতে পেরেছিল অন্যায় সহ্য করতে পারেনি বলে আজকে সে বাঙালি পাশে অন্যায় হতে দেখেও নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রতিপক্ষ বন্ধুগণ এই সম্বন্ধে আপনারা কি বলবেন আজ কোথায় আমাদের মনুষ্যত্ব আজ কোথায় আমাদের মানবতা কোথায় সে একাত্তরের চেতনা কোথায় আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়ার ইচ্ছা শক্তি মাননীয় সভাপতি এসব কিছু পিছনে যে সুস্বাভাবিক কারণটি লুকিয়ে রয়েছে তা হলো মাননীয় সভাপতি নৈতিক এবং সামাজিক মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয় প্রমথ চৌধুরী ঠিকই বলেছিলেন মাননীয় সভাপতি ব্যাধিই সংক্রামক স্বাস্থ্য নয় একটি বিশিষ্ট এবং উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা কেবল তাদের দোষ গুলোকে আয়ত্ত করতে পেরেছি গুণগুলোকে নয় ইউরোপীয় এবং ইংরেজি সভ্যতার রোশানলে পড়ে আজ যুবসমাজ তাদের মূল ধারার সংস্কৃতি হতে বিচ্ছিন্ন মাননীয় সভাপতি সংস্কৃতিবান মানুষ কখনোই হিংস্র হয়না হতে পারেনা অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় মাননীয় সভাপতি সংস্কৃতির চেতনায় বিশ্বাসী মানুষ হবেন কবি কাজী নজরুলের ন্যায় বিদ্রোহী বঙ্গবন্ধুর ন্যায় বজ্রকণ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগরের ন্যায় সমাজ সংস্কারক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ন্যায় দেশ প্রেমিক আজকে প্রতিপক্ষের বন্ধুরা সংস্কৃতি চর্চার চেয়ে ক্রীড়া চর্চাকে বড় করে দেখছেন লক্ষ্য করুন বিশিষ্টজনেরা বাংলাদেশের সমাজ ও

সংস্কৃতিকে পনেরো টি ভাগে ভাগ করেছেন এর মধ্যে তেরোতম স্থানে বিনোদনের অবস্থান এবং বিনোদন একটি ক্ষুদ্র অংশ হচ্ছে ক্রীড়া বোঝাই যাচ্ছে সংস্কৃতির একটি ক্ষুদ্র অংশ হচ্ছে ক্রীড়া কিন্তু তা সর্বসর্বা নয় মাননীয় সভাপতি সংস্কৃতির ব্যাপকতা অসীম সমুদ্রের ন্যায় যেখানে ক্রিয়া গণ্ডীবদ্ধ পুকুর সমান মাননীয় সভাপতি ক্রীড়া সর্বদা সময়ের উপর নির্ভরশীল বর্ষার বৃষ্টিতে নিশ্চয় প্রতিপক্ষের বন্ধুরা মাঠে ব্যাট বল নিয়ে খেলতে নামবেন না বরং আশ্রয়ে আশ্রিত থেকে চিত্তবিনোদনের জন্য সংস্কৃতির অংশ নেবেন আজকের প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরা কেবল ক্রীড়া চর্চার কথা বলছেন যেখানে ক্রিকেট কিংবা ফুটবলের কথা বলা হচ্ছে তারা ভুলে যাচ্ছেন অনলাইন ভিত্তিক গেমস গুলোর কথা মাননীয় সভাপতি আমি তাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই তারা কতটা সময় ক্রিকেট কিংবা ফুটবলের পেছনে ব্যয় করছেন আর কতটা সময় অনলাইন ভিত্তিক গেমগুলোতে ব্যয় করছেন তাই আপনার তর্কের খাতিরে তর্ক না করে আমাদের সঙ্গে বলুন কেবল ক্রীড়া চর্চায় সীমাবদ্ধ না থেকে প্রবেশ করে সংস্কৃতিতে তাহলেই বোধগম্য হবে এর আসল গুরুত্ব

ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ সবাইকে

২

আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় এবারে বক্তব্য রাখবে পাবনা ক্যাডেট কলেজের ক্যাডেট রাকিব

৬

বাংলাদেশের দূরন্ত সন্তান আমরা দুর্দম দুর্জয় ক্রীড়া জগতের শীর্ষে রাখবো আমার পরিচয় সুন্দর দেহ সুন্দর মন বিধাতার সেরা দান আরো সুন্দর করি ক্রীড়া চর্চায় উন্নত করি মন প্রাণ মাননীয় সভাপতি বিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী প্রতিপক্ষের বন্ধুরা এবং যারা শুনছেন সবাইকে সাদর সম্ভাষণ বিতর্ক চলছে নির্ধারিত বিষয় ক্রীড়া চর্চা হতে সংস্কৃতি চর্চা উত্তম সংগত কারণ বিষয়ের এর বিপক্ষে আমার সুদৃঢ় অবস্থান বলছিলাম সেলিনা হোসেন রচিত বাংলাদেশের ক্রীড়া সংগীতের প্রথম চারটি চরণ একজন মানুষের সুস্থ-সুন্দর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিতকরণে ক্রীড়া চর্চার যে কোন বিকল্প নেই তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই এই ক্রীড়া সংগীতে সম্প্রতি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় প্রমাণিত শিশুর বুদ্ধির বিকাশের সাতাশী ভাগ সম্পন্ন হয় খেলাধুলার মাধ্যমে তথ্যসূত্র [www.stastica.com](http://www.stastica.com) বুদ্ধির বিকাশ ব্যতীত সংস্কৃতির বিকাশ কি করে আশা করেন বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ তা আমার বোধগম্য নয় আশা করি বুঝিয়ে যাবেন মাননীয় সভাপতি মানুষ স্বভাবতই দূরন্তপনার পূজারী অ্যাডভেঞ্চার মানুষের রক্তে সেই আদিম যুগে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে মানুষ পাল্লা দিয়েছে হিংস্র বুনো ষাড় বাইসনের সঙ্গে বিভিন্ন দৌড় প্রতিযোগিতায় সেই জিন যেন এখনও বহন করে দৌড়ে চলেছে দৌড়বিদ হিংস্র পশু কে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দাওয়া ধারালো বর্ষার সাথে মিল রেখে কিন্তু পরবর্তীতে জ্যাভলিন থ্রো তথা বর্ষা নিক্ষেপ খেলার প্রচলন ঘটে অলিম্পিকে ক্রীড়া চর্চা শুরু তাই মানব যাত্রা শুরু থেকেই আর সভ্যতা-সংস্কৃতি সে তো গ্রীসের সেদিনের আবিষ্কার প্রতিপক্ষের প্রথম বক্তার নানাভাবে গেয়ে গেলেন সংস্কৃতি চর্চার জয়গান একই সুরে সুর মেলালেন দ্বিতীয় বক্তা কিন্তু তার যেন বেমানাম ভুলেই গেলেন সংস্কৃতি চর্চার নামে ঘটে যাওয়া হাজার অপসংস্কৃতির কথা বিজ্ঞ প্রতিপক্ষের এতক্ষণ সংস্কৃতির বানানো ফুল ছিলেন ঠিকই ছুঁড়ে মারলেন আমাদের দিকে কিন্তু ফুলের সাথে যে টবাটিও ছুঁড়ে মারলেন সেদিকে তো খেয়ালই করলেন না তাকিয়ে দেখুন একবার নিজ সংস্কৃতির ফুলের দিকে যার মূলে রয়েছে শুধুই আগাছা সেই চিরপরিচিত বাংলা নববর্ষ বা নবান্ন উৎসব এখন কোথায় বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ এখন নববর্ষ উদযাপন যেন শহরে তরুণ-তরুণীদের বিলাসিতার নামান্তর যে সংস্কৃতি নিয়ে আপনার এতটা চিন্তিত কতটুকু ধারণ করতে পেরেছেন

সেই সংস্কৃতি নিজেদের মধ্যে ঘটা করে একদিন পাল্টা-ইলিশ খেয়ে আর বছরের একটি দিনের শহীদ মিনারের বেদীতে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে পুষ্প প্রেরণ করেই দয়া করে নিজেকে

বাঙালি বলে পরিচয় দেবেন না বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ সময় হলে একবার পড়ে দেখবেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসন একেই কি বলে সভ্যতা যেখানে আপনি নিজেই দেখবেন কিভাবে সংস্কৃতির মিশ্রচর্চায় তা পরিণত হয় অপসংস্কৃতিতে সমাজের বিভিন্ন ধাপে নিজেকে মানিয়ে চলার নাম সামাজিকীকরণ যার একটা বড় শিক্ষা শিশু অর্জন করে খেলার মাঠে খেলার বিভিন্ন নিয়ম কানুন আমাদেরকে নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলা বোধের শিক্ষা দেয় খেলার সাথীদের সাথে মিশতে মিশতেই তো শিশুদের মধ্যে ব্রাত্য বোধ জেগে উঠে সে হয়ে ওঠে সামাজিক খেলায় হার-জিত থাকবেই হেরে গেলে যে কোনো পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া বা যেকোন সিদ্ধান্তকে জীবনে গ্রহণ করার মতো ক্ষমতাও তো শিশু অর্জন করে সে ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে শৈশবের যে খেলার মাঠে এত এত গুণাবলি অর্জন করে এখানে এসে বসেছেন সেই গুণাবলীগুলো কি আপনার হাড্ডিমাটিম টিম ছড়া বা আমরা সবাই রাজা গান খুঁজে পেয়েছিলেন বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ

প্রশ্ন রইল

ডাকের বচন খনার বচন বা ঠাকুরমার ঝুলির মত সংস্কৃতি যেভাবে হারিয়ে যেতে শুরু করেছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তার জন্য নিতান্তই রূপকথার গল্পের মতো ঠেকবে ব্রাজিলিয়ান রঙিন সংস্কৃতি সাম্রাজ্য নাচকেই উপভোগ করতে

বেশি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন মার্সেলো নেইমারদের কারিকুরি তো আপনার দেখা হয়ে উঠবে না বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ আজ আমাদের খিচুড়ি সংস্কৃতিতে যদি চলতে থাকে গান আর জি টিভিতে বাংলাদেশের খেলা তবে আপনি কোনটি বেছে নিবেন বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ

ক্রিকেট

বর্তমানে বাংলাদেশের নাম ও সংস্কৃতিকে পৌঁছে দিয়েছে এক অনন্য উচ্চতায় বিশ্বের মাঠে মাঠে যখন সাকিব-মুশফিকরা রেকর্ড গড়তে ব্যস্ত তখন বড় বড় পর্দা থেকে শুরু করে চায়ের দোকানের ছোট টেলিভিশনের সামনে উপচে পড়া ভিড যেনো দেশপ্রেমের কথাই মনে করিয়ে দেয় মাশরাফি বিন মর্ত্তজা মাঠে দক্ষ নেতৃত্বের পাশাপাশি নড়াইল দুই আসনের এমপি হয়ে বর্তমানে দেশ সেবায় নিয়োজিত যা আমাদের আবার এটাই মনে করিয়ে দেয় যে ক্রিয়া চর্চা নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশে কতটা সহায়ক আমার দল এর প্রথম বক্তা যেমনটি বলে গেলেন অলিম্পিক গেমস যাকে বলা হয় গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ এর পতাকাটি লক্ষ্য করুন না বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ সাদা রঙের উপর সংযুক্ত পাঁচটি রিং আকৃতি যেখানে প্রতিনিধিত্ব করছে পাঁচ টি মহাদেশ কে আর সাদা সে তো শান্তির প্রতীক সংস্কৃতি চর্চার উপর কোন আসরটি এমন সেরা হওয়ার মর্যাদা পেয়েছে বা এমন অর্থবহ কোন পতাকার নজির দেখাতে পেরেছে বলতে পারেন

মনে রাখবেন ক্রীড়া চর্চা মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে মেলবন্ধন ঘটায় এবং অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকেও পৃথিবী কে বাঁচায় কোন স্থানের সংস্কৃতি যদি হয় পূর্ণিমা রাতে কুমারী বলি বা বিধবা জ্বালিয়ে হত্যা তাহলে তেমন সংস্কৃতি আপনার কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা পাবে বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ অর্থাৎ আমি এটাই বলতে চাচ্ছি যে সংস্কৃতির চর্চা জন্ম দিতে পারে বিভিন্ন অপসংস্কৃতির ক্রীড়া চর্চা কিন্তু সে ধরনের কোনো নেতিবাচক সম্ভাবনা নেই বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ ধরুন আপনি নৌকা ভ্রমণে বেরিয়ে সংস্কৃতির চর্চা কবিতা রচনায় ব্যস্ত আর এমন সময় উত্তাল ঢেউয়ে আপনার নৌকা গেল উল্টে আর আপনি সাঁতার জানেন না তখন কিন্তু বলতেই হয় সুকুমার রায়ের সেউ কথা আপনার জীবনের ষোল আনাই বৃথা যে বোঝেনা তাকে বোঝানো যায় কিন্তু বুঝেও না বুঝার ভান করলে তখন কিন্তু আর কিছুই করার থাকেনা বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ হ্যাঁ আমি মানছি সংস্কৃতিচর্চা শুধু প্রয়োজনীয় নয় গুরুত্বপূর্ণ বটে কিন্তু তাকে তো কখনো ক্রীড়া চর্চার উপরে স্থান দেওয়া যায়না বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ শেষ করতে চাই একটি প্রশ্ন দিয়ে ধরুন সংস্কৃতি আপনার মন আর ক্রীড়া আপনার শরীর তবে আপনি কোনটিকে বেশি প্রাধান্য দিবেন অসুস্থ শরীরে ক্ষনিকের নীড়ে মিথ্যে মনকে ভালো রাখার চেষ্টা

নাকি সুন্দর মনের আঁধার সেই সুস্থ ও সবল করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা একজন মানুষের সুস্থ-সুন্দর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিতকরণে ক্রীড়া চর্চা এবং সংস্কৃতি চর্চা যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ তাই আসুন ক্রীড়া চর্চা এবং সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপহার দিয়ে যাই একটি সুন্দর আগামী এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ সবাইকে

২

এবারে

সাদিয়া আফরিন পলাশ থানা সেন্ট্রাল কলেজ সে বিষয়টির পক্ষে তার বক্তব্য রাখবেন

৭

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত সেইজন্য এর চরমরূপ কোন একসময় চিরকালের জন্য বলে দেয়া যেতে পারে না জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যতা ও সংস্কৃতি যেন গতিশীল ব্যাপার হয়ে

দাঁড়িয়েছে মাননীয় সভাপতি বিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী আমার প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরা আজকে যারা শুনেছে তাদের সবাইকে জানাই আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন

আজকে আমাদের বিতরকের বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে ক্রীড়া চর্চা সংস্কৃতি চর্চায় উত্তম অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও একান্ত কারণে দলনেতা হিসেবে পক্ষে আমার অবস্থান

মাননীয় সভাপতি আমার দলের প্রথম দুই বক্তা সংস্কৃতির সংজ্ঞায়ন ও ব্যাখ্যা প্রদান করে গেছেন আমরা সবাই জানি বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ অর্থাৎ বাঙালি সংস্কৃতি এতটাই ব্যাপক যা এ উক্তির মাধ্যমে মাননীয় সভাপতি আমি আপনি এমনকি আমরা প্রত্যেকটা মানুষই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দিনটা কাটাই সংস্কৃতি ধারা সংস্কৃতি হলো টিকে থাকার কৌশল এবং পৃথিবীতে একমাত্র মানুষই হচ্ছে সেই সংস্কৃতবান প্রাণী গত বছর পনেরো ই ফেব্রুয়ারি সেলিনা হোসেন

ভোরের কাগজ পত্রিকায় লিখেছেন একটি জনগোষ্ঠীর হাজার বছরের অভিজ্ঞতা তার সংস্কৃতি আর সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে তার মূল্যবোধ মূল্যবোধের অবক্ষয় দুর্বল করে সাংস্কৃতিক চেতনাকে আর দুর্বল সাংস্কৃতিক চেতনা পিরিত করছে জনগোষ্ঠীর মানবিক মূল্যবোধকে কেননা আজকাল আমাদের দেশের তরুণ মেয়েদেরকে বালা কিংবা পিতলের করা এবং কানের দুল পরতে দেখা যায় এসব উগ্র জীবনবোধ থেকে যুবসমাজ বিরত না থাকলে সামাজিক পরিবেশে তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে আমার বিপক্ষ দলের বন্ধুরা আপনাদের যদি প্রশ্ন করা হয় আপনার পরিচয় কি তখন আপনার যে বিষয়টি উঠে আসবে সেটি হচ্ছে আপনার সংস্কৃতি কি মাননীয় সভাপতি ক্রীড়াঙ্গনে সবচেয়ে বেশি সাড়া ফেলেছে অলিম্পিক ক্রিকেট ফুটবল এর মত বিদেশি খেলাগুলো বিদেশি খেলা গুলোকে আঁকড়ে ধরে আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে সেই খেলা গুলো হারিয়ে ফেলেছি অর্থাৎ ক্রীড়ায় আমাদের সংস্কৃতি হচ্ছে জব্বারের বলি খেলা কুস্তি নৌকা বাইচ আর হাড়ুডুর মতো খেলা গুলো মাননীয় সভাপতি দু হাজার সতেরো সালে অস্ট্রেলিয়ার এক ক্রিকেট প্লেয়ার অসদুপায় অবলম্বন করার কারণে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল

সংস্কৃত যে সাংস্কৃতিক যে নিজের সম্মান রক্ষা করতে পারেনা সে কিভাবে সাংস্কৃতিক মর্যাদা রক্ষা করবে প্রশ্নগুলো আমার বিপক্ষ দলের দলনেতার কাছে আশা করি উত্তর দিয়ে যাবেন

মাননীয় সভাপতি

আধুনিক সমাজ গঠনে সংস্কৃতির চর্চা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন সামাজিক ইতিবাচক পরিবর্তনে আধুনিকায়নে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে মাটি মানুষ অনুষ্ঠানের উপস্থাপক শাইখ সিরাজ কৃষকদের মধ্যে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন মাননীয় সভাপতি কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন উত্তম উত্তমে চলে আর অধম অধমে কখনো চলে না অধম উত্তমের মাননীয় সভাপতি আপনি একটু লক্ষ করুন জঙ্গির তকমা নিয়ে আজকের বিশ্বে সিরিয়া ইরাক ফিলিস্তিনি ইয়েমেন দেশগুলো প্রায় ধ্বংসের মুখে যে দেশের মানুষের সংস্কৃতি ঠিক থাকবেনা সেই দেশের ধ্বংস সুনিশ্চিত সুনিশ্চিত এবং সুনিশ্চিত আমরা বাঙালি যেন আগুন নিয়ে খেলতে ভালোবাসি আজকাল কেন মানুষের রন্ধে রন্ধে মাদকাসক্তির মাদকাসক্তি বিষবাত্মের মতো

ছড়িয়ে পড়েছে কেন এখনও মাদকাসক্তের সংখ্যা শাট লাখের বেশি প্রশ্ন রইলো আমার বিপক্ষ দলের দলের নেতার কাছে আশা করি উত্তর দিয়ে যাবেন

আমার বিপক্ষ দলের প্রথম বক্তা বলে গেলেন সংস্কৃতিচর্চার আগে আমাদের ক্রিয়া চর্চা করতে হবে কিন্তু প্রতিপক্ষ বন্ধু আপনাদের কথার সাথে আমি একমত হতে পারছি না কেননা পূর্ণাঙ্গ বটবৃক্ষের ছায়া যেমন সূক্ষ্ম ডালের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না তেমনি সংস্কৃতি চর্চার ছাড়া ক্রীড়া চর্চা মূল্যহীন মাননীয় সভাপতি আপনি যদি একশ টাকার মালিক হওয়ার আমি যদি নিরানব্বই টাকার মালিক হই তাহলে আমার থেকে দাম বেশি আপনারই হবে কারণ টাকার কাছে প্রতিটা মানুষ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে আজ আমাদের মনুষ্যত্ব যদি এভাবে সংস্কৃতিচর্চা ব্যাহত হয় তবে জাতি তলিয়ে যাবে গভীর সমুদ্রের তলদেশে এই সর্বনাশা অভিশপ্ত অবস্থা দেখে আজ আমার বলতে ইচ্ছা করছে হে পথিক তুমি পথ হারিয়েছ মূল রাস্তা ছেড়ে আজ তুমি চোরা গলিতে হাঁটছো প্রতিপক্ষ বন্ধুরা আপনারা যতই তর্ক করুন না কেন আগে নিজের মনুষ্যত্বকে ঠিক করুন নিজের মনুষ্যত্বকে ঠিক রাখুন সংস্কৃতির ভালো বীজ বপন করুন নিজের মধ্যে এটিএম শামসুজ্জামান বলেছিলেন

সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা না থাকলে প্রকৃত শিক্ষিত হওয়া যায়না কথায় বলে মিষ্টি কথায় চিড়া ভিজেনা মাননীয় সভাপতি সংস্কৃতিকে সুন্দর ও গঠনমূলক নিয়মের আওতায় সাজালে সে সংস্কৃতি মানুষকে কখনো বিপদগ্রস্ত করতে পারবেনা সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে একজন আদর্শিক মানুষ সর্বশ্রেণীর মানুষদের নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে প্রতিপক্ষ বন্ধুরা শাক দিয়ে যেমন মাছ ঢাকা যায় না তেমনি আবেগ এবং যুক্তিহীন বক্তব্য দিয়ে অসত্যকে সত্য প্রমাণ করা যায় না অর্থাৎ ক্রিয়া চর্চার চেয়েপ সংস্কৃতি চর্চাই উত্তম উত্তম এবং উত্তম এত যুক্তির পরেও যদি আমার প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরা তাদের অবস্থান থেকে সরে না আসে তাহলে

আমাকে বলতেই হবে অবুঝের বুঝাইবো কত বুঝ নাহি মানে ঢেকিরে বুঝাইবো কত নিত্য ধান ভানে এইবলে  
আমি আমার বিতর্ক শেষ করছি ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরা ধন্যবাদ সবাইকে  
২

এবারে বিপক্ষে বক্তব্য রাখবে ক্যাডেট আকিব পাবনা ক্যাডেট কলেজ

৭

ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি

সারা বিশ্ব যখন ফুটবল ক্রিকেট ভলিবল বাস্কেটবল অ্যাথলেটিকস

হকি গলফ ও সাঁতারের নেশায় মেতে তখন আমার প্রতিপক্ষের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বক্তা একটানা পনেরো  
মিনিট ধরে এত সুন্দর ছলে-বলে-কৌশলে যেভাবে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ভুল প্রমাণিত করে গেলেন  
তা ছিল সত্যি উপভোগ্য

আহা সংস্কৃতির কি দারুণ চর্চা যেন মনে হলো কোনো তামিল সিনেমা উপভোগ করলাম যেখানে নায়কের  
হাতের স্পর্শ পাওয়ার আগেই উড়ে যায় তার সামনে থাকা গাড়ি আর তা দেখে কতিপয় জনগোষ্ঠীর মানুষ  
কিছু না বুঝেই দেয় হাততালি মাননীয় সভাপতি শ্রদ্ধেয় বিচারকমণ্ডলী বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ এবং উপস্থিত দর্শক বৃন্দ  
সবাইকে জানাই সাদর সম্ভাষণ বিতর্ক চলছে বিষয় ক্রীড়াচর্চার চেয়ে সংস্কৃতি উত্তম এবং যার বিপক্ষে আমার  
দৃঢ়

অবস্থান বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ আমরা কিন্তু কোনভাবেই সংস্কৃতি চর্চা কে ছোট করে দেখছি না এবং আমি আমাদের  
দলীয় অবস্থান আরো সুদৃঢ় করে বলতে চাই যে সংস্কৃতি চর্চার নিঃসন্দেহে কোন জাতির মানসিক বিকাশের  
জন্য প্রধান উপায় কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের বক্তব্যের কোন অংশেই সেই সংস্কৃতি চর্চা কে ছোট করে  
দেখিনি বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ এবং আমি আজ বিপক্ষের দলের নেতা হিসেবে এই মঞ্চে প্রমাণ করে যাব যে ক্রীড়া  
চর্চা কোনভাবেই সংস্কৃতি চর্চার থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না

মাননীয় সভাপতি

আমরা আজকে আজকের বিশ্ব থেকে যদি খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে উচ্চ রক্তচাপ একটি কি  
মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা সমস্যার নাম যুক্তরাষ্ট্রের আটত্রিশ শতাংশ মানুষ বর্তমানে এই সমস্যার শিকার তথ্যসূত্র  
www.voot.org বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ যে মানুষটি সারারাত উচ্চ রক্তচাপ জনিত সমস্যার কারণে ঠিকমতো  
ঘুমাতে পারেননি তিনি পরদিন সকালে উঠে কবিতা আবৃত্তি করবেন কিভাবে আশা করি উত্তরটা দিয়ে যাবেন  
শুধুমাত্র সুস্থ দেহ গঠনেই ক্রীড়া চর্চার গুরুত্ব সীমাবদ্ধ নয় ইতোমধ্যে আমার দলের দ্বিতীয় বক্তা বলে  
গিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মাহমুদুল হাসান কিংবা মোর্তজার কথা বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ একমাত্র  
ক্রীড়া চর্চার মধ্য দিয়ে সম্ভব নেতৃত্বের গুণাবলীর প্রকৃত বিকাশ ঘটানোর যার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের  
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছোটবেলায় ফুটবল মাঠের দুরন্তপনাই তাকে সাহস যুগিয়েছিল  
স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখার বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ নেতৃত্বের গুণাবলী গল্প শুধু এখানেই শেষ নয় আমেরিকার  
স্বাধীনতা যুদ্ধের সূতিকাগার জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন একজন দক্ষ অশ্বারোহী আব্রাহাম লিংকন ছিলেন একজন  
উচ্চ মানের কুস্তিগির শুধু তাই নয় বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ সারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ওয়া  
সাল্লাম ছিলেন একই সাথে

একজন দক্ষ তীরন্দাজ অশ্বারোহী ও সাঁতারু এবং হ্যাঁ আপনাদেরই সংস্কৃতি চর্চার মুখপাত্র বিদ্রোহী কবি  
কাজী নজরুল ইসলাম পল্লীকবি জসীমউদ্দীন এবং সারাদিন ঘরে বসে যে এতো হলিউড সিনেমা উপভোগ  
করেন সেখানকারই আর্নল্ড শোয়াজনেগার কিংবা ডোয়াইন জনসন কিন্তু কোনো অংশেই ক্রীড়া চর্চা কম  
করেননি তারপরও কি শুভঙ্করের ফাঁকি দিয়ে বলবেন

ক্রীড়া চর্চার চেয়ে সংস্কৃতি চর্চা উত্তম

বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ তবে বলতেই হচ্ছে সদ্য আয়োজিত বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপে অংশ নেওয়া

সারাদেশের বিভিন্ন স্কুলের এগারো লাখ আঠারো হাজার পাঁচশ পনেরো জন ছাত্র এবং একইসাথে বঙ্গমাতা  
বেগম ফজিলাতুল্লাহা গোল্ডকাপে অংশ নেওয়া সারাদেশের এগারো লাখ আঠারো হাজার নয়শ জন ছাত্রী কি  
তবে ভুল করেছে বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের পেশকৃত সর্বশেষ বাজেটের সংস্কৃতি চর্চার জন্য  
বরাদ্দ কমে দাঁড়িয়েছে ছয়শ পঁচিশ কোটি টাকা থেকে পাঁচশ নয় কোটি টাকায় একইসঙ্গে একই বাজেটে যুব ও  
ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার চারশ আটশ কোটি টাকায় তথ্য সূত্র টাকা  
ট্রিবিউন ছয় জুলাই দু হাজার উনিশ

বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ শহরের রাস্তায় ক্রিকেট কিংবা

বাড়ির ছাদে ব্যাডমিন্টন খেলে বড় হওয়া একজন ছেলে বা মেয়ের মাঝে আপনি যে সাহস খুঁজে পাবেন তা  
কি কোন ভাবে এমন একজন কিশোর যে কিনা দিনরাত

আধুনিক সঙ্গীত চর্চায় ব্যস্ত থাকে কিন্তু জীবনে কোনদিন ফুটবলে পা ই ছোঁয়ানি কখনো সাইকেল চালাতে  
পড়ে গিয়ে ব্যাথা পায়নি তার মাঝে খুঁজে পাওয়া সম্ভব আশা করি উত্তরটা দিয়ে যাবেন বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ  
তারপরও যদি সংস্কৃতি চর্চা কে উপরে টেনে তুলতে চান তবে বলতেই হচ্ছে পশ্চিমা সংস্কৃতি কে স্টাইল বলে



চালিয়ে দেই আধুনিকায়নের নামে চর্চা করি অপসংস্কৃতি তখন সেই সংস্কৃতি চর্চার চাইতে সংস্কৃতির পরিবর্তনটাই কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ আজ সুন্দর চেহারাও কণ্ঠের জোরে বিতর্কালী হয়ে আমরা নিজের সামনে থাকা চায়ের কাপটা ঠিকই ছুঁড়ে মারি কিন্তু নিজের মায়ের কথা একবারও মনে পড়ে না নিজের সন্তানকে শুদ্ধ বাংলা শেখাতে গেলে আজ আমাদের স্ট্যাটাস চলে যায় নিজের মা মাটি ও মানুষের প্রতি অনুভূতিটাকে তো আমরা অপসংস্কৃতি নৌকায় ভাসিয়ে দিয়েছি বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ কিন্তু ছোটবেলায় যদি একই সাথে দলবেঁধে ক্রিকেট কিংবা কাবাডি খেলার নেশায় মেতে উঠতাম তাহলে আজ আমাদের মাঝে ঐক্য থাকতো আমরা বৃহত্তম দেশপ্রেম কতটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু দুঃখের বিষয় বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ সেই সংস্কৃতি চর্চাকে আমরা তুলে ধরতে পারছি না কারণ আমরা নিজের দেশকে ভালোবাসি না আমরা নিজের মাটিকে ভালোবাসি না কারণ আমরা মাটির মাটির উপর দাঁড়িয়ে ক্রীড়া চর্চা করি নি বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ এরপরে বলতে হচ্ছে যে যেহেতু ক্রীড়া চর্চা এবং সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব সমান তাই আমাদের উচিত একই সঙ্গে ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে সুস্থ-সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তোলার শেষ করছি একজন বীরত্বগাথা মহান যোদ্ধার গল্প দিয়ে বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ আপনারা হয়তোবা হাঙ্গেরিয়ান শুটার কারো লি ডেকাসের কথা শোনে ননি মাইনে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার ডান হাত কেটে বাদ দেওয়ার পরও তিনি থেমে থাকেনি বাঁহাত দিয়ে শুটিং করে নিজের দেশের জন্য যিনি পরপর দুটি গোল্ড মেডেল অর্জন করেছেন উনিশশো আটচল্লিশ এবং উনিশশো বায়ান্ন অলিম্পিকসে বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ ক্রীড়া চর্চা আমাদের শেখায় জীবনের সমস্ত বাধা বিপত্তি কে ঠেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্নে পুড়ে মরে ছারখার হয়ে যাওয়ার পরও মাথা না নোয়াবার প্রতিপক্ষ তাই আসুন আমরা একই সাথে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চায় মনোনিবেশ করি এবলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ সবাইকে

২

আমি এবারে পক্ষের দলনেতা সাদিয়া আফরিনকে যুক্তিখন্ডন করবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি

৭

মাননীয় সভাপতি আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে আরেকবার সুযোগ করে দেয়ার জন্য মাদার তেরেসা বলেছিলেন শান্তি শুরু হয় হাসির মধ্যে দিয়ে আর এই হাসি

তখনই আসবে যখন মানুষের মধ্যে মন আনন্দময় প্রাণবন্ত হয়ে থাকবে যা কিনা সম্ভব একমাত্র সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্য দিয়েই প্রতিপক্ষ দল নেতার বক্তব্য শুরু করেছেন ফুটবল কিংবা ভলিবল দিয়ে দেশীয় খেলাগুলো তাহলে কোথায় যাবে প্রশ্ন রইল আমার বিপক্ষ দলের দলনেতার কাছে মাননীয় সভাপতি প্রতিপক্ষ হয়তো ভুলে যাচ্ছেন ক্রিয়া চর্চা অংশ তাদের অবস্থা আজকে এমন যেন সন্তান হয়ে বাবা মাকে বাদ দিয়ে তারা সর্বসর্বা হয়ে উঠেছেন আমাদের সংস্কৃতিকে আগাছা বলে গেলেন প্রতিপক্ষ বন্ধুরা তিনি হয়তো ভুলে গেছেন একুশে ফেব্রুয়ারির কথা ভুলে গেছেন মুক্তিযুদ্ধের কথা যা খুবই হাস্যকর দ্বিতীয় বক্তা সংস্কৃতি এবং ক্রিয়ার মধ্যকার সম্পর্কে এভাবে বলেছেন ক্রীড়া হচ্ছে শরীর আর সংস্কৃতি হলো মন কিভাবে আমরা প্রতিপক্ষ বন্ধু সংস্কৃতির মত বিশাল একটি বিষয়কে ক্ষুদ্র করে দেখছে যা একদমই বোধগম্য নয় আমার প্রতিপক্ষ বলে গেলেন ক্রিয়ার নিয়ম নাকি পরিবর্তন হয় না এক্ষেত্রে প্রশ্ন ফুটবল খেলার নিয়ম গুলো কি শুরুতেই একেবারে

পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে আমার প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুদের কথার প্রেক্ষিতে আমি আগেই বলে নিতে চাই শুরু থেকে আমরা সুসংস্কৃতি এবং স্বসংস্কৃতি চর্চার কথা বলে আসছি অতএব সুসংস্কৃতি এবং অপসংস্কৃতিকে এক করে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিবেন না কচু পাতার উপর পানির কণা যেমন ক্ষণস্থায়ী তেমনি অপসংস্কৃতি ও ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার প্রতিপক্ষ বন্ধুরা আপনারা যে বিষয়ে দোহাই দিয়ে অন্যের অপসংস্কৃতি গ্রহণ করে নিজের সাংস্কৃতিক চেতনাকে ধ্বংসের মুখে তুলে দিয়েছেন তা কি বুদ্ধিমানের কাজ প্রতিপক্ষ বন্ধুরা মৌলিক পাঁচটি জিনিস ব্যতীত বাঙালির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা প্রভৃতি বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে ইঙ্গিত করে কোন ক্রীড়া চর্চা কে নয় আমার প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরাও দু হাজার চৌদ্দ সালের পনেরো নভেম্বর সাউথ ওয়েলসে বলের আঘাতে ফিল হিউজের স্পট ডেড হয়েছিল তখন কোথায় ছিল আমাদের ক্রীড়া চর্চা আমার মন্তব্যের মাধ্যমে আমি প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুদের বলতে চাই

অপসংস্কৃতি এবং সময়সাপেক্ষ বিদেশি ক্রীড়া ত্যাগ করে দেশ ও জাতিকে উন্নয়নের পথে অগ্রগামী করি তাহলে আমরা সেই আমাদের লাল-সবুজের মর্যাদা রক্ষা করতে পারব এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি ধন্যবাদ সবাইকে

২

বিপক্ষের দলনেতা ক্যাডেট আকিবকে যুক্তি খন্ডন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি

৮

ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি আমাকে আরো একবার সুযোগ প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষের দলনেতা আপনার উদ্দেশ্যেই বলছি আমার দলের বক্তারা কিন্তু কোন ভাবেই আমাদের সংস্কৃতিকে আগাছা বলে জাননি আপনি

হয়তোবা তখন ঘুমোচ্ছিলেন আমার দলের বক্তা এসে বলে গিয়েছেন যে পর্দায় চোখ রাখা কিংবা নিয়ে সারারাত মেতে থাকা সেটাই হচ্ছে অপসংস্কৃতি বিপ্লব প্রতিপক্ষ দলনেতা তার ধনুকে গুণ দিতে গিয়ে প্রস্তুত করে গেলেন আমাদের জাতীয় খেলা কাবাডিকে বিপ্লব প্রতিপক্ষ সময় বহমান আধুনিকায়নের স্রোতে তাল না মেলাতে

এখন যদি আমি আপনাকে বলি খোপায় সাদা শাপলা ফুল গুঁজে মার্কেটে যেতে আপনি কি তা করবেন নিশ্চয় না তাহলে শুধু শুধু যেখানে নিজেই খোপায় লাল গোলাপ বোঝার জন্য আশা করেছেন তখন বাংলাদেশের জাতীয় খেলা কে প্রস্তুত করার কি দরকার

বিপ্লব প্রতিপক্ষ

আপনি ঘুমিয়ে থাকলেও বাংলাদেশে কিন্তু ঘুমিয়ে নেই সামনে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া কাবাডি ওয়ার্ল্ড কাপে কিন্তু বাংলাদেশে ঠিকি অংশ নিচ্ছে

বিপ্লব প্রতিপক্ষের প্রথম বক্তা আপনি বলে গিয়েছেন

ক্রীড়া চর্চা করতে গিয়ে আমাদের আহত বা নিহত

হওয়ার কথা কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয় বিপ্লব প্রতিপক্ষ আপনি হয়তো ইন্দোনেশিয়ার দানি গোত্রের কথা জানেন না যেখানে পরিবারের একজন ব্যক্তি বর্গের মৃত্যু হলে তাদের পরিবারের সমস্ত নারীর একটি করে আঙ্গুল কেটে ফেলা হয়

বিপ্লব

প্রতিপক্ষ যেখানে কোন এলাকা সংস্কৃতি জীবন্ত কন্যা সন্তানকে বালি চাপা দিয়ে দেওয়া কিংবা সতীদাহ প্রথা সে সমস্ত জিনিস আপনাদের চোখ এড়িয়ে গেল আর তার সেই প্রস্তুতিকে আপনি ছুড়ে দিলেন আমাদের ক্রীড়াচর্চার দিকে মাননীয় সভাপতি প্রতিপক্ষের দ্বিতীয় বক্তা বলে গেলেন যে তারা শুধু সুসংস্কৃতি এবং স্বসংস্কৃতির কথা বলছেন

বিপ্লব প্রতিপক্ষ আমার কাছে আজকের বিতর্ক প্রতিযোগিতার যে বিপ্লব প্রতিপক্ষ পৌঁছে ছিল সেখানে কিন্তু কোথাও সু কিংবা স্ব কথাটি উল্লেখ নেই সেখানে কিন্তু নির্ধারিত ভাবে উল্লেখ রয়েছে ক্রীড়া চর্চা চাইতে সংস্কৃতি চর্চা উত্তম এবং যার বিপক্ষে আমি কথা বলে যাচ্ছি প্রতিপক্ষের প্রথম বক্তা বলে গেলেন জাতীয় সংগীত অর্থাৎ আমাদের সংস্কৃতি

আমাদের জাতিগত পরিচয় কে ফুটিয়ে তোলে যাঁ বিপ্লব প্রতিপক্ষ সংস্কৃতি নিঃসন্দেহে কোন জাতির স্বকীয়তার পরিচায়ক কিন্তু কোনোভাবেই তা একমাত্র বা প্রধান পরিচায়ক না

বিপ্লব প্রতিপক্ষ

আমি যদি আপনাকে এখন বেলজিয়ামের সংস্কৃতি সম্পর্কে বক্তব্য দিতে বলি আপনি নিঃসন্দেহে এক মিনিটের বেশি বক্তব্য দিতে পারবেন না কিন্তু আমি যদি এখন আবার ফুটবলপ্রেমী একজন বন্ধুকে বলি বেলজিয়ামের ফুটবলার লুকাকু কিংবা ইডেন হ্যাজার্ড সম্পর্কে বক্তব্য দিতে সে কিন্তু নিঃসন্দেহে দু'কাপ কফি নিয়ে আমার সাথে বক্তব্য জুড়ে দিবে মাননীয় সভাপতি শেষ করছি মাইকেল জর্ডান এর একটি উক্তি দিয়ে আই হ্যাভ ফেইলড ওভার এন্ড ওভার এন্ড ওভার ইন মাই লাইফ এন্ড দ্যাট ইজ হোয়াই আই সাক্সিডেড বিপ্লব প্রতিপক্ষ যে হারতে জানে সে জানে সফলতার মূল্য কতটুকু এবং তার দ্বারাই দেশ ও জাতির প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতির ধন্যবাদ সবাইকে

২

আমরা দু'পক্ষের বক্তব্যই শুনলাম অত্যন্ত সাবলীল ভাবে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই বিপ্লব বিচারকমণ্ডলীর ফলাফল পেয়ে যাব আমি মনে করি ক্রীড়া চর্চা এবং সংস্কৃতি চর্চার মেলবন্ধন জরুরী যেমন শিক্ষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন সেরকমই ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চার মেলবন্ধনও প্রয়োজন ক্রীড়া চর্চা আমাদের সমাজ জীবনে ক্রীড়া চর্চার আবেদন চিরন্তন এটি দেশ কাল বা কোনো কিছুই মুখাপেক্ষী নয় অপরদিকে সংস্কৃতিচর্চাই মানুষকে মানুষ হিসেবে বাঁচিয়ে রাখে মানুষের আসল পরিচয়ই তার সংস্কৃতিতে সমাজের অলংকার হচ্ছে সংস্কৃতি সংস্কৃতি চর্চার ছাড়া মানবিকতা বিকশিত হয় না সংস্কৃতির মূল বিষয় হচ্ছে বিশ্ব মানবের জন্য যা কল্যাণকর যা লাইট এবং ফিটনেস তাকেই বরণ করা যাই হোক দু'পক্ষের বক্তব্য অত্যন্ত সাবলীল হয়েছে

এখন জয়-পরাজয় কিন্তু বড় কথা না অংশগ্রহণই বড় কথা আমি দু'পক্ষকেই বলব মন খারাপ করার কোনো কারণই নাই কারণ সকল সফল মানুষের পেছনে কিছু কিছু ব্যর্থতার কাহিনী থাকে ব্যর্থ নাহলে কখনোই সফল হওয়া যায় না আজকে যারা সফল হতে পারবে না তাদের মনে রাখতে হবে আগামীতে নিশ্চয়ই অপার সম্ভাবনার দ্বার তাদের কাছে খুলে যাবে তার আগেই আমি দু'পক্ষকেই অভিনন্দন জানাচ্ছি শুভকামনা জানাচ্ছি

ক্রীড়া চর্চা চেয়ে সংস্কৃতি চর্চা উত্তম বিজয়ী দল পাবনা ক্যাডেট কলেজ পাবলিক শ্রেষ্ঠ বিতর্কিক ক্যাডেট রাকিব পাবনা ক্যাডেট কলেজ দু'পক্ষকেই আন্তরিক অভিনন্দন শুভকামনা তোমাদের আগামী দিনগুলো সুন্দর হোক সকলে ভালো থাকো সুস্থ থাকো

